আজকের কাগজ

তারিখ ... 04 OCT 1992
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

জাতীয় সঙ্গীত বনাম মওদুদী–গোলামবাদ

এক সংবাদ প্রতিবেদনে প্রকাশ যে দেশের দু'শ' আটচল্লিশটি বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়। জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে সুরার দু'জন সদস্য পরিচালিত 'বাংলাদেশ ইসলামী এ্যাডুকেশন সোসাইটি' নিয়ন্ত্রিত ঐ সব স্কুল সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং নির্ধারিত পাঠ্যসূচির পাশাপাশি ঐ সব বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক মওদুদী–গোলাম আযমের বই পড়ানো ও পরীক্ষা নেয়া হয়। সারাদেশে এ সব বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে স্থানীয় জামাতের আমীর। জামাতের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সদস্যরা এই সব স্কুলের বিভিন্ন তৎপরতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকাশ যে দশম শ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষার্থীদের জামাতের সমস্ত প্রকাশনা পড়িয়ে দেয়া হয়। আরো প্রকাশ যে, ঐ সব স্কুলের খরচ যোগায় 'রাবিয়াতে আল আরব' নামক একটি প্রতিষ্ঠান, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা। ২০০০ সালের মধ্যে নাকি বাংলাদেশের প্রতি থানায় একটি করে অনুরূপ জামাতে ইসলামের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে। ঐ সব স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ানো না হলেও সরকার থেকে ঐ সব স্কুলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। এই সব তথ্য যদি যথার্থ হয় তাহলে তা নিন্দার ভাষা আমাদের নেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামাতে ইসলামী যদি সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুলে মওদুদী ও গোলামবাদ পড়াতে পারে, ঐ সব স্কুল থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাসন দিতে পারে, তাহলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও উচিত নিজেদের স্কুল স্থাপন করা। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাকের ডগায় যদি দুই শতাধিক স্কুলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা–চেতনা বিরোধী কার্যকলাপ চলতে পারে তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে দেশব্যাপী স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। যে সব স্কুলে নিয়মিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে এবং বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা' সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অবিকৃত ইতিহাস বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি অবিলম্বে 'বাংলাদেশ ইসলামী এ্যাডুকেশন সার্ভিস' নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রবিরোধী ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল না করে তাহলে এ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।

ত্রিশলক্ষ শহীদের রক্তে মওদুদী ও গোলামের রচনাবলী পড়ানোর জন্যে বাংলাদেশ অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঐ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যতই উপেক্ষা করুন না কেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি কখনো তা মেনে নিতে পারে না। রাজাকার–আলবদর সৃষ্টিকারী ঐ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থান বাংলাদেশের মাটিতে হতে পারে না। আমরা অবিলম্বে জামাতে ইসলামী পরিচালিত ঐ সব স্কুলগুলো বন্ধ করে দেবার দাবি জানাচ্ছি এবং ঐ জরুরি বিষয়টির প্রতি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক, ছাত্র, যুব, মহিলা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির। জামাতে ইসলাম পরিচালিত স্কুলগুলোতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরুদ্ধ যে সব কার্যকলাপ চলছে সে সম্পর্কে এবং তাদের অর্থের উৎস সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য দেশবাসীর কাছে উদঘাটিত হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে কুখ্যাত মওদুদীর নামে বাংলাদেশে একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট গজিয়ে উঠেছে। এই ইনস্টিটিউটের গবেষণার ফল ইতিমধ্যে এক আলোচনা সভায় প্রকাশিত হয়েছে যা সংক্ষেপে 'গণতন্ত্র হলো এইডস ও সিফিলিসের গণতন্ত্র।' গণতন্ত্র সম্বন্ধে মওদুদীবাদীদের ঐ চিন্তাধারা আমাদের বিস্মিত করেনি। মওদুদী ভাবধারা বাংলাদেশের মৌলবাদীদের চিন্তা–চেতনার উৎস। ঐ ধ্যান–ধারণাই সম্ভবত 'বাংলাদেশ ইসলামী এ্যাডুকেশন সোসাইটি' নিয়ন্ত্রিত স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে। আমাদের আশঙ্কা এই সব স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মওদুদী সেনারা বাংলাদেশকে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রাখবে। যেমনটি রেখেছিলো মওদুদী অনুসারীরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। সেদিন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর রব্বানী পাকিস্তান সফর শেষে আফগানিস্তানের বর্তমান মর্মান্তিক পরিস্থিতির জন্যে পাকিস্তান জামাতে ইসলামীকে দায়ী করেছেন, বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী তো পাকিস্তান জামাতে ইসলামেরই উত্তরসুরি। সুতরাং বাংলাদেশে আফগানিস্তানের অনুরূপ রক্তাক্ত সংঘাত সৃষ্টির প্রয়াস সম্ভবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার আলামত দেখা গেছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনেও মৌলবাদী শক্তি বাধা দিচ্ছে, মায়ানমার সরকার যখন শরণার্থী প্রত্যাবাসনে নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন এবং শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছেন তখন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে মৌলবাদীরা এক রহস্যাজনক খেলায় মত্ত। কক্সবাজার–টেকনাফ অঞ্চলে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক রাবিয়াতের একটি হাসপাতাল রয়েছে, যেটি ঘিরে অনেক কথা শোনা যায়, আমাদের জানা নেই 'বাংলাদেশ ইসলামী এ্যাডুকেশন সোসাইটির' অর্থ সরবরাহকারী 'রাবিয়াতে আল আরব' এবং টেকনাফ অঞ্চলের হাসপাতাল পরিচালনাকারী একই প্রতিষ্ঠান কি না। কারণ, রোহিঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি ও ঘোলাজলে মৎস্য শিকারে ঐ প্রতিষ্ঠানটির তৎপরতার অভিযোগ রয়েছে।